জীবননগরে শেখ রাসেলের ৬০ তম জন্মদিন পালন

জীবননগরে শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৯টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসন ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল এঁর ৬০তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস
- ২০২৩ উপলক্ষে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্রর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে নানা আয়োজনে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

“শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয়” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে র্যালী আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ এর মধ্যদিয়ে উদযাপন করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল এর ৬০তম জন্মদিন ও শেখ রাসেল দিবস।

দিবসটি পালন উপলক্ষে সকাল ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতীকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা লুৎফর আলী,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আসাদুজ্জামান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: তৌফিক আহমেদ, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, উপজেলা প্রকৌশলী খালিদ হাসান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিন, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সভাপতি মতিউর রহমান মতিন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে,উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে শেখ রাসেল দিবস পালনের জাতীয় অনুষ্ঠান প্রজেক্টর এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। পরে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপজেলার কর্মকর্তা কর্মচারী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ

মেহেরপুর জেলা যুবলীগ ও পৌরসভার পক্ষ থেকে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে এই পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌরসভার

মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অবস্থিত ছিলেন।

শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুব আদরের সন্তান ছিল বঙ্গবন্ধু যেখানেই যেতো শেখ রাসেলকে সেখানেই নিয়ে যেত এবং প্রতিটা বিষয়ে সে বঙ্গবন্ধুকে ছোট থেকে ফলো করে আসছিল আমরা অনেক ভিডিও ফুটেজে দেখেছি। আজকে যদি শেখ রাসেল বেঁচে থাকতো হয়তো দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সে পালন করত। আমরা তাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে বেহেস্তে নসিব করে এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান তাদেরকে দেয় সেই দোয়া করি।

এ সময় তিনি আরো বলেন শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবলীগ ও মেহেরপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে কর্মসূচি বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে।

আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চান বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদ নামে একজন বাংলাদেশি। তবে তার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল কানাডার শরণার্থী সুরক্ষা বিভাগ (আরপিডি)। অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় সেটি প্রত্যাখান করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও মাসুদ আদালতকে যথাযথ প্রমাণ

দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কানাডার ফেডারেল আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর মামলা খারিজ করে রায় প্রকাশ করে কানাডার ফেডারেল আদালত।

মামলার রায়ে বলা হয়, বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদের অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি আরপিডি। যার প্রেক্ষিতে মাসুদ শরণার্থী আপিল বিভাগে (আরএডি) আবেদন করেন। আপিল করার পরে, তিনি তার পক্ষে নতুন প্রমাণ দাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন। আরপিডির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মাসুদ। আরএডি নতুন প্রমাণ গ্রহণ করেনি কারণ সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

ফেডারেল আদালতের নথিতে বলা হয়, মাসুদ তার আপিল খারিজের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পার- মূল নথিগুলো দেখার জন্য আরএডির অনুরোধের ন্যায্যতা; নতুন প্রমাণ গ্রহণ না করার এবং মৌখিক শুনানি না করার আরএডির সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ এবং আরএডির বিশ্বাসযোগ্যতার তদন্তের চ্যালেঞ্জ।

কানাডার ফেদারেল আদালতের বিচারক সাদ্রেহাশেমী রায়ে বলেন, ‘মাসুদ আমাকে সন্তুষ্ট করেননি যে আরএডির প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল বা নতুন প্রমাণ এবং বিশ্বাসযোগ্যতার উপর এর মূল অনুসন্ধানগুলো অযৌক্তিক। প্রাপ্তকারণগুলোর উপর ভিত্তি করে, আমি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আবেদনটি খারিজ করে দিচ্ছি।

রায়ে বলা হয়, মাসুদ বাংলাদেশের নাগরিক। তার অভিযোগ, তার বাবা-মা ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে তার মায়ের বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সমাবেশ আয়োজনে জড়িত ছিলেন। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে মাসুদ অভিযোগ করেন যে, আওয়ামী লীগ তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বিএনপি সমর্থন এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। মাসুদ বলেন, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে তার বাবা আওয়ামী লীগকে দাবি করা টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার ওপর হামলা চালানো হয় ‘

এর পরের মাসে মাসুদ স্টুডেন্ট ভিসায় কানাডায় আসেন। কানাডায় আসার পর থেকে তার বাবা-মাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তার বাবাকে অপহরণ করা হয়েছে এবং যুবলীগের সদস্যরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। মাসুদ আরও দাবি করেছেন যে, পুলিশ তার মাকে ডেকে নিয়ে তার

সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

মাসুদ ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কানাডায় শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দাবি করেছিলেন। ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তার শরণার্থী দাবির শুনানি হয়। শুনানির পরে, আরপিডি পুলিশ এবং আদালতের নথিগুলোর মূল কপি দেখতে চাওয়া হয়। তবে তদন্তে সেই মূল কপিগুলো কম্পিউটারে এডিট করে বানানো বলে মনে হয়। যার ফলে আরও প্রমাণ এবং এই সংক্রান্ত নথি তার কাছে চাওয়া হয়। মাসুদ আরপিডিকে মূল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এবং এই বিষয়ে আরও প্রমাণ এবং উপস্থাপনা দাখিল করেছিলেন। আরপিডি ২০২১ সালের জুনে তার শরণার্থী আশ্রয় দাবি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তার সরবরাহ করা পুলিশ এবং আদালতের রেকর্ডগুলো জালিয়াতি বলে মনে করে আরপিডি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মাসুদের অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এরপর ২০২১ সালের জুন মাসে মাসুদ আরপিডির বাতিল করা আবেদনের বিরুদ্ধে একটি আপিল আরএডি’র কাছে দায়ের করেন। মাসুদের আইনজীবী নতুন প্রমাণ এবং আপিলের উপর আইনী উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেশ কয়েকটি অনুরোধ করেছিলেন। আরএডি এই অনুরোধগুলো মঞ্জুর করেছে। আরপিডির মতো, আরএডি প্রাথমিকভাবে আরপিডিতে জমা দেওয়া কিছু নথির মূল এবং আরএডিতে দায়ের করা নতুন প্রমাণের মূল কাগজ দেখার জন্য অনুরোধ করেছিল। তবে আপিলের সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে মাসুদ কোন মূল কাগজ জমা দেননি।

আরএডি ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আরপিডির মতো, আরএডি দেখতে পেয়েছে যে মাসুদ তার দাবি প্রমাণ করতে জালনথি জমা দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ২০১৭ সালে মোহাম্মাদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর কানাডার ফেডারেল কোর্টে রিভিউর আবেদনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির কর্মী হিসেবে মো. মোস্তফা কামাল নামে এক ব্যক্তি আশ্রয় চাইলে দ্বিতীয় দফায় বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একই বছরের অক্টোবরে মাসুদ রানা এরপর ২০২২ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী

কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে বটিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়। কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ূাদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জেয়ার্দ্দার বলেন, সামনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বলছেন সংবিধান অনুযায়ী দেশে নির্বাচন হবে,এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। আর বিএনপি বলছে শেখ হাসিনার অধিনে কোন নির্বাচনে তারা যাবেনা। বিএনপি ভাইদের বলি,জিয়াউর রহমান রাইফেল ধরে মানুষ হত্যা করে ক্ষমতায় আসে। মিয়া? বড় বড় কথা বলেন,২১ বছর রাজত্ব করেছেন রাইফেল ধরে। একই লোক সেনাবাহিনীর প্রধান আবার দেশের রাস্ট্রপতি, এটা পৃথিবীর কোথাও নেই। আমাদের আইন শেখান? সেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করলেন, ক্ষমতা দখল করে আমাদের উপর জেল জুলুম,হত্যা করলেন। সেদিন কোথায় ছিল আইন। সেদিন কোথায় ছিল মানবাধিকার।

খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবলুর সভাপতিত্বে কর্মীসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন

জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম আসমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার শিমুলের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, খাদেমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি মইনুদ্দিন ইলা, আমিরুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রতন আলী, আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়াদ্দার, বীরমুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর জোয়াদ্দার, খাদেমপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সাবান মাহমুদ, লিটন মাস্টার, আসলাম, ডালিম, ইমদাদুল, মিলু, সেন্টু, বাদশা, জামাল, ১নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি ইসলাম, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জহিরুদ্দিন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি গেদু, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আলেহিম, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিদ, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মিরাজুল ইসলাম, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মিনারুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসন এলাকায় পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে এমপি টগরে মতবিনিময়

ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের নির্বাচনী এলাকার পূজা উদযাপন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় ও অনুদান প্রদান করলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে এমপি টগরের নিজ উদ্দগ্যে এ অনুষ্টানে তিনি বলেন,সাম্প্রদায়িকতা ধোয়া তুলে যারা দেশে অরাজগতা সৃষ্টি করছে ঐক্য বদ্ধ হয়ে তাদেরকে প্রতিহিত করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে। সারাদেশে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটেছে কিন্তু জামাত- বিএনপি এ উন্নয়নের দিশাহারা হয়ে উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে ও বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। আসন্ন দূর্গা পূজা উপলক্ষে সরকার যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তেমনিভাবে বেসরকারিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে অনেকেই। আসন্ন শারদীয় দৃর্গা উৎসব জাঁকজমক ভাবে শেষ হয় সেজন্য হিন্দু মুসুলমান এক সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ দেশ ও জাতির কল্যানে কাজ করতে হবে।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধরন সম্পাদক হাজী শহীদুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ,ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, হযরত আলী, সৌরভ হোসেন খান, কামাল উদ্দিন, নাজিমুদ্দিন,ইয়ামিন, তাহাজ্জত হোসেন, আওয়ামী লীগ

নেতা আবু জাফর, নজির আহমেদ, জিয়াউল হক,দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক উত্তম কুমার দেবনাথ,জীবননগর উদযাপন কমিটির আহবায়ক সাংবাদিক নারায়ন ভৌমিক,প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ৬০ টি মন্দিরে শাড়ি লুঙ্গি,ও নগদ অর্থ প্রদান করেন এমপি হাজী আলী আজগার টগর।

প্রতিপক্ষের হামলায় ঝিনাইদহে ইউপি সদস্য খুন, বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মীনগ্রামে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের আধিপত্য বিস্তারের জেরে হাবিবুর রহমান রিপন (৪৫) নামের এক ইউপি সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষরা।

আজ সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে আবাইপুর-মীনগ্রামের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিপন আবাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আবাইপুর ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কালামের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। আবুল কালাম স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এর অনুসারী এবং হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম দুলালের ছোট ভাই। আবুল কালাম আজাদ শারীরিক ভাবে অসুস্থ থাকায় তার ছেলে রিপন তার দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলো। দুলাল বিশ্বাসের পোস্টার ছেড়াকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার হেলালের সমর্থকদের সাথে ইউপি সদস্য রিপনের সমর্থকদের মারামারি হয়।

এ ঘটনায় পুলিশ উভয় পক্ষের ৪ জনকে আটক করে। গতকাল রোববার রাতে ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান রিপন শৈলকুপা থানা থেকে মারামারির ঘটনা

মিমাংসা করে ফিরছিলো। পথে মিনগ্রমের মাঠের মধ্যে এলে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা হেলালের সমর্থকরা তাদের গতিরোধ করে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর আহত ও যখম করে। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত সাড়ে ৩ টার দিকে তিনি মারা যায়। এদিকে মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এস এম রাজু আহমেদ বলেন, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই হত্যার সাথে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে।

জীবননগরে সুবিধাভোগিদের সাথে মতবিনিময় সভায় এমপি টগর

ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সুবিধাভোগি মানুষদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে বন্দরের মাঠে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিত্রী মিত্র।

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়ানের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ ও সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাভোগি, মাতৃত্বকালিন, প্রতিবন্ধি, বয়স্ক, বিধবা ভাতাসহ সকল ভাতার আওতায় থাকা অসহায় মানুষদের সাথে এ সময়

মতবিনিময় করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

মতবিনিময় সভায় ভাতাভোগি প্রায় ২২০০ জন নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মি সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চিৎলা পশ্চিমপাড়ায় এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জেয়ার্দ্দার বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন আজ তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করছেন। আজকের এই জনসভায় যেসব কর্মি ভাইয়ের উপন্থিত হয়েছেন,আপনারা মানুষের কাছে গিয়ে নৌকার জন্য ভোট চান,দেশের উন্নয়নের জন্য ভোট চান। আজকে সারের জন্য কৃষককে লাইন দিতে হয়না। গুলি খেয়ে মরতে হয়না। গ্রামে গ্রামে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রী ওষধ দেওয়া হচ্ছে। যে ক্লিনিক বিএনপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আজ মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পদ্ম সেতু নির্মাণ করা হয়েছে,কর্ণফুলি ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ সুবিধা ভোগ করছে। প্রত্যেক উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।

চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি খন্দকার আব্দুল বাতেনের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন।

সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রশিদ, রেজাউল হক, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, চিৎলা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগ নেতা বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু।

ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হকের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন,ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা রবিউল হক ঝন্টু, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শমসের আলী, সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক মোজাম, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বেল্টু হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুছদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আবু ছুডাম, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক শ্রী আতুস ঘোষ, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জুলফিকার আলী,সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক কাউছার, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মহাসিন আলী, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারেজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জেল হোসেন প্রমুখ।

কর্মি সমাবেশে আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির দুই নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছেন। প্রধান অতিথি জেলা আওয়ামীলীগর সভাপতি ও ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের হাতে ফুল দিয়ে তারা যোগদান করেন। তারা দুজনই চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। এছাড়া আইনাল হোসেন ২ নম্বর ওয়ার্ড ও

আনোয়ার হোসেন ৫ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন।

দামুড়হুদার চিৎলায় আ.লীগের শান্তি উন্নয়ন সমাবেশ, মনোনয়ন প্রত্যাশী ১০ নেতা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দামুড়হুদার চিৎলা মোড়ে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে আওয়ামীলীগের চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের ১০জন মনোনয়ন প্রত্যাশী।

আজ শনিবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র সাধারণ জনগণের মাঝে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। এক পর্যায়ে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ জনসভায় রুপ নেয়। দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের সণ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ অমল, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, কৃর্ষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক, বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের মহাসচিব মানবাধিকার কর্মী নূর হাকিম, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ সভাপতি নজরুল মল্লিক, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি

রফিকুল ইসলাম, দর্শনা কলেজের সাবেক ভিপি এয়ার কমোডর আবুবক্কর, কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্বাহী সদস্য এ্যাডঃ শাহরিয়ার কবীর, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা জজকোর্টের এপিপি অ্যাড. আবু তালেব।

এসময় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন আলী, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জামাল উদ্দীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম, কৃর্ষি বিষয়ক সম্পাদক আবুল কাশেম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব মাষ্টার, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি কাফি উদ্দীন টুটুল, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক আশাদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বদর উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সেলিম মল্লিক, অ্যাড. ইউনুস আলী, হাসাদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক মাহবুব, জীবননগর উপজেলা সেচ্ছাসেকলীগের সভাপতি আবু মাসুম, দর্শনা পৌর ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ ফয়সাল, নতিপোতা ইউপির ৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি নিয়াকত আলী, নাটুদহ ইউপির ৭ নং ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কলিম উদ্দীন, নাটুদহ ইউপির কৃষকলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা মহাসিন আলী, হারুন অর রশীদ, আব্দুল হান্নান, আব্দুল মতিন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা হযরত আলী, জাহাঙ্গীর আলম(১), জাহাঙ্গীর আলম (২) ফজলুর রহমান ফজু, নাটুদহ ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি করিম শাহ, যুবলীগ নেতা লাল্টু, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ ছাত্র লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ করিম, ঢাকা উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রাসেল আহমেদ মিঠু, দর্শনা কলেজ ছাত্র লীগনেতা হৃদয় হাসান, নাটুদহ ইউনিয়ন ছাত্রলীগনেতা ওয়াচকুরুণী খান, আবীর উপজেলা প্রজন্মলীগ নেতা হাসান আল বাখার ডলারসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।